ইউজী কৃষ্ণমূর্তি লহ প্রণাম

হে মোর প্রাণের মানুষ ! হে অগ্নিময় পুরুষ ! হে র্নিগুণ !
তোমার ধূম্রহীন স্বচ্ছ আগুণের তর্পণ
কালের অত্যাচারে জমে থাকা বিবশ বিকৃত যত মন
প্রজ্জ্বলিত করে নির্মূল করুক অন্তরের অপগুণ।
জ্বলুক প্রাণের মাঝে প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা
ছড়িয়ে যাক আলো পার ক'রে দিয়ে দিগন্ত রেখা ।
মুমুক্ষু সবাই জানুক হৃদয়ের গভীর বাণী
কোথা থেকে আসে প্রাণের গতি , জানি ,আমি জানি।
জীবাত্মা ,পরমাত্মা- শুধু কটা কথা - নেই তার প্রয়োজন
তোমার বিশুদ্ধ জীবন -যেন বৃষ্টিস্নাত সূর্য্যের কিরণ ।
তোমার মর্ম দহন অনন্ত অভিসারী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি
অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে জাগ্রত নবরূপে জীবের অনাদি সৃষ্টি ।
তোমার তিরস্কার ধ্বনিতে কম্পিত প্রাণস্য প্রাণ -
কোন চিন্তা ,কোন ভাবনা ,কোন আশা কোনদিন
দেখেনি সে জীবনের অম্লান তীর্থস্থান ।
ঝটিতে আজ সে অঙ্কুরিত ,ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত
অনুপম জীবনের সৃষ্টি মহান !

-------/////-------

পথ

ভাগ্য যদি ভালোই থাকে তোমার
জ্বলন্ত সেই সূর্য্যটা যদি পড়ে বুকের 'পর
শুকনো যদি থেকেই থাকে আবর্জ্জনা সব
ব্যর্থ যদি হ'য়েই থাকে প্রার্থনা ধ্যান জপ
তলিয়ে যদি গিয়েই থাকে মনের যত রোষ
শূণ্য যদি পড়েই থাকে অশ্রুজলের কোষ
ভুলেই যদি গিয়ে থাকে মাথার জটিল কাজ
আক্ষেপ যদি নাই জাগে আর ক্লান্ত মনের মাঝ
ফুরিয়ে যদি গিয়েই থাকে জ্ঞানের স্পৃহা যত
স্বপ্নে দেখা দুশ্চিন্তার মত
স্পর্শে তখন লেগেই যাবে আগুন
জ্বলবে চিরকাল
গভীর বুকের মাঝে
আর কোন'দিন যাবে না কারো কাছে।
চাবে না আর কিছু
আগুন তোমার পথ দেখাবে
চলবে পিছু পিছু।।

-------/////-------

অকাল মৃত্যু

যখন তুমি অনেক কিছু বল
তখন আমায় বলতে হবে
কিছুই জান না ।

যেদিন তুমি হঠাৎ করে
কিসের জোরে সত্য জেনে ফেল
সেদিন তোমায় বলার যে আর
কিছুই থাকে না ।

এতদিন ধরে জোরজার করে
চোখ বুজে বসে আছ
জান না তুমি কি দেহ পরিবারে
প্রতিবাদ ওঠে কত ?

মাথার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
নির্বাণ যদি হ'ত
বাদুড় তোমায় প্রকৃতি তাহলে
নিশ্চই করে দিত !

এত পড়া হ'ল, এত বোঝা হ'ল
কিছু কেন খসে না ?
তুমি দেখি সেই চির দিনেরই
গাদা গাদা বাসনা ।

যদি ভুল করে মনটাকে ধরে
নিজের রুপটা দেখাও
আর কোনদিন বললাম আমি
বিভেদ রবে না কোথাও।

তুমি যাকে বলো শুধু ভালবাসা
অধিকার আর শক্তির খেলা
অভিমান আর চোখের জলের
স্বরূপটা যদি জানো ।

কোথা হতে আসে সুখের চাহিদা
কেমনে তোমারে বোঝাবো সেকথা
নিরীহ দেহটা চিরকাল ধরে
শুধু বেগাড় খেটেই ম'লো।

তার প্রতিভাকে পাগলামি করে
দাবিয়ে রেখেছ বহুকাল ধরে
শেষে এসে বলে করুণ আবেগে
ওহে আর পারিনা কো
এবার মুক্তি হোক !

তখন তোমার নড়ল টনক
তুমি তো এক পরগাছা
তুচ্ছাতিতুচ্ছ ।
সে ছিল তোমার প্রকৃত বন্ধু
পথের আলোর দিশারী ।
অত্যাচারের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত
সবশেষ করে হারিয়ে গেল

ফেলে রেখে দিল তোমার শুধু
অন্ধকারের চিন্তাগুলো ।

তিল তিল করে প্রকৃতি তাহারে
সাজিয়েছিল যে অপরূপ রূপে
বৃথা করে দিলে কোটি বছরের
গভীর স্বপ্নখানি ।

-------/////-------

অস্তিত্ব

সেই সকাল থেকে একা একা ব'সে আছি
দুপুর হ'লো এখনও কারোর দেখা নেই।
খিদের জ্বালায় যা পাই তাই খাই
পুষ্টিও হ'ল না খিদেও মরল না।
হঠাৎ একজন এল আবার চলে গেল
কি যে হ'য়ে গেল জানি না।
খাওয়ার সব সাধ মিটে গেল।
দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল
এখনো একাই ব'সে আছি
কে এলো কে গেল কোন হিসেব নেই।
ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে
টিক টিক শব্দ হচ্ছে
সময় নাকি এগিয়ে চলেছে
কিন্তু কোন কিছু একঘেয়ে নয়।
হঠাৎ কি যে হয়
সময় থেমে যায়
কখনও শব্দহীন অন্ধকার
কখনও বা অন্ধ করা মধ্যাহ্নের দিবাকর
কিছু পরে আচমকা শব্দ ঝংকার।
সারা অঙ্গ পুলকিত- অজানা শিহরণ
টকটকে লাল চোখ দিয়ে দেখি গাছের পাতার জীবন্ত সবুজ রঙ।
তাতেও নেশার ঘোর
থাকা না থাকার সীমান্তে ভাসা ভাসা বোধি
সব অপরিচিত
শুধু এক অস্তিত্ব।

-------/////-------

মায়া

যাকে তুমি মুছে দিতে চাও
জানিনা কেন
সে তোমার প্রতি পদক্ষেপে আরও
জীবনশক্তি টেনে
অনেক গভীরে চলে যাবে বারবার
অন্ত খুঁজে পাবে না তার
যুদ্ধের সমস্ত প্রয়াস তোমার হবে ব্যর্থ
শুধুমাত্র পরাজয়ে ।

যদি কোনদিন প্রাণে জাগে এই ভাবনা
স্পন্দিত হয় হৃদয়ের গভীরে এই বাণী
অনুরণিত হয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে এই প্রতিধ্বনি
আমি শুধু এক প্রকৃতির মাঝে সবার সাথে
অতি সাধারণ নিরীহ প্রাণী
শারীরিক ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নেই জানি ।
তাহলে যা তোমাকে এতদিন
অস্থির করেছিল জীবনের হিংস্র চক্রের গোলক ধাঁধায়
বেঁধে রেখেছিল নিশিদিন
সে অনাহারে নির্জীব হয়ে হয়ত বা হয়ে যাবে বিলীন ।

এ দুঃসাহসের পরিণতি বড় ভয়ংকর
নিজেকে যেভাবে জেনেছিলে এতদিন
তা হঠাৎ করে রঙ্গীন কাঁচের পর্দা ভেঙ্গে
পড়ে যাওয়া তোমাকে এনে দেবে
তোমার কাছে করে বস্ত্রহীন ।

-------/////-------

নিয়ন্ত্রণ

কি জানি কি হয়ে গেল হঠাৎ করে
এতদিন ধরে দাবিয়ে রেখেছিলে যারে
সে যেন কার স্পর্শে জেগে উঠে প্রাণে
অবহেলায় নিয়ে নিল কেড়ে সব নিয়ন্ত্রণ ।

ঠিক করেছে আদেশ তোমার আর আজ্ঞা
করবে না পালন ।
চক্র আজ তার হাতে
আজ্ঞা দেবে নিজে প্রকৃতির তৈরী এ দেহতে ।

সে তো বুঝে ফেলেছে
চিন্তার সাজে প্রতি মুহূর্তে
তোমার অধিকার বেড়েই চলেছিল
গোপনে অজান্তে ।

পরগাছা সেই ‘আমি’ টা
কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল জীবনের সব রসদগুলো
সেই ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট ফুটবলে
আর পদার্থবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন চালে
শুধুই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে
প্রকৃতির এই অনিন্দ্য সুন্দর বৃক্ষরাজ
যেন কোনদিন ফুলে ফলে ভরে না ওঠে ।

শ্বেত রক্তকণিকা যেমন অনন্তকাল ধরে

প্রাণপণে মারো নয়তো মরো বলে লড়ে
প্রকৃতির দান মহান দুর্গ রক্ষা করার তরে ।

তেমন করেই সে আজ যে মুহূর্তে আসবে আবার তুমি
সুখচিন্তার মুখোশ পরে তৈরী করবে ‘আমি’
সেই মুহূর্তে জ্বালিয়ে দেবে আগুণ চালিয়ে দেবে সুদর্শন ।

কারণ ঠিক করেছে
আর দেবে না সুযোগ তোমায়
দাসের মত খাটাতে
চক্র আজ তাঁর হাতে
আজ্ঞা দেবে নিজে প্রকৃতির তৈরী এ দেহতে ।

-------/////-------

প্রাণের বন্ধু

এ কী দ্বন্দ্ব এ কী বন্ধন
কেন যে তার এত আকর্ষণ
কোথা হতে ওঠে মুক্তির ধ্বনি
কেন বারেবারে এত হাতছানি
কোথা হতে আসে এত অধিকার
মরিয়া যত মুমুক্ষুর 'পর
জীবন তরঙ্গে অনায়াসে ভাসে
যেন বিহঙ্গ মুক্ত
প্রবল প্রয়াসী বন্দীরা হাসে
ও সব পাগল ভক্ত।

এ কি বিষম জ্বালা
আকর্ষণ - মুক্তির পালা
প্রাণ যায় তবু মন যায় না
জ্ঞানের অতীত, তবু প্রয়াস ঘোচে না
দুর্দশা - অপমান - দ্বন্দ্ব - বেদনা
কেন মৃত্যু থাক' দূরে
আমাকে নিয়ে চল'না
তোমার স্নিগ্ধ সরোবরে
চিন্তা যেথা কভু কাকলী জাগাবে না।

অবশেষে সে এল
লুকোবার সব রাস্তা বন্ধ হ'ল
শেষ সম্বল . . . . আমার চেতনা
চিরতরে হারাবার ভয়ে
প্রাণপণে বাধা দিয়ে লড়ে
কোষে কোষে জাগে অপরিচিত বেদনা।

যামিনীর মায়াজাল বন্ধ
প্রতিরোধে অক্ষম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
তড়িৎগতিতে নিম্নে ঊর্ধ্বে ফেরে
নীরন্ধ্র গ্রন্থিতে কি সম্প্রদানের তরে
সৌরগ্রন্থি কেন্দ্র করে নাভিচক্র পরিধি ধরে
কভু বামাবর্তে কভু দক্ষিণাবর্তে
পরিপূর্ণ শুদ্ধ রক্তে অন্ধকারে অগ্নিঝড়ে
ঘর্মাক্ত শীতল বিবশ কলেবরে
কণ্ঠে প্রায় অশ্রুত অস্ফুট স্বরে
মৃত্যুপথগামীর নিসৃত ধ্বনি
কি যে কয়ে যায় কিছুই না জানি
লীলা সঙ্গীর আগমনে প্রবল পরাক্রমে
চলে ঊর্ধ্বে নিত্যধামে
উপেক্ষিত আমি
পড়ে থাকে সাক্ষী শুধু
প্রাণের বন্ধু, তুমি অন্তর্যামী।

-------/////-------